দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬......

অপহৃত তিন ছাত্র-ছাত্রী এখনও উদ্ধার হয়নি

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ অপহরণের ৪৮ ঘণ্টা পর গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত দু' স্কুল ছাত্র এবং দু' মাস পরও অপহৃত এক স্কুল ছাত্রীকে পুলিশ উদ্ধার করতে পারেনি।

গত রবিবার সকাল ১০টায় তেজগাঁও শাহীনবাগ এলাকা থেকে কথিত সন্ত্রাসী সুমনের নেতৃত্বে এক লোক কৌশলে স্কুল ছাত্র তমাল আলম (১৫) ও জাকির হোসেনকে (১৪) একটি গাড়ীযোগে অপহরণ করে চট্টগ্রামে নিয়ে যায় বলে আত্মীয়-স্বজনরা জানান। ঐ দিন রাতে তমাল তার মায়ের সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে ফোনে কথা বলার সময় অপহরণকারীরা ফোন কেড়ে নেয়। তমাল ও জাকির চট্টগ্রামে রয়েছে বলে ফোনে তার মাকে বলতে পেরেছিল। এই ব্যাপারে সুমনকে আসামী করে তেজগাঁও থানায় অপহরণের মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ শাহীনবাগ এলাকাসহ কয়েক স্থানে তল্লাশী চালিয়েছে। সুমনের মা-বাবাও পলাতক রয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

অপহৃত তমাল ও শাহিদা

অপহরণকারীরা তমাল ও জাকিরের অভিভাবকদের নিকট কোন মুক্তিপণ দাবী করেনি। পুলিশ তাদের উদ্ধারে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। তমাল ও জাকির শাহীনবাগ এলাকার একটি হাইস্কুলের ছাত্র বলে আত্মীয়-স্বজন জানান। তেজগাঁও শাহীনবাগের ৬২০ নম্বর ভবনের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর আলমের পুত্র তমাল। জাকিরও একই এলাকায় থাকে। অন্যদিকে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী শাহিদা মনজুরকে (৬) গত ৩ জুলাই মধ্যবাড্ডা স্কুলে যাওয়ার সময় এক মহিলাসহ কয়েক ব্যক্তি তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এরপর তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজাখুঁজি করেছেন। এই ব্যাপারে সবুজবাগ থানায় এজাহার দায়ের করা হয়। গতকাল পর্যন্ত পুলিশ শাহিদাকে উদ্ধার করতে পারেনি। শাহিদা মধ্যবাড্ডা এলাকার বাসিন্দা সেলিম মিয়ার কন্যা। অপহরণকারী মহিলা সেলিম মিয়ার ভাড়াটিয়া ছিল। তাদের সঙ্গে ভাড়া নিয়ে বিরোধ হয়। এরপর মহিলা বাসা ছেড়ে পাশেই অপর একটি বাসা ভাড়া নেয়। তার গ্রামের ঠিকানা সেলিম মিয়া জানেন না। অপহরণের দিন থেকে ঐ মহিলা এলাকায় আর আসেনি বলে সেলিম মিয়া জানান।